‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৬’ উপলক্ষে আয়োজিত
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/ উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২১ নভেম্বর ২০১৬, সোমবার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত সম্মানিত বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারী,
খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ,
সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং
উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। ঐতিহাসিক এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় সদস্য এবং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে। শুরু হয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, সম্ভ্রম হারানো দু’লাখ মা’বোনসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ত্রিশ লাখ বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্য এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ১৯৭১ সালে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দিয়েছেন। এ কারণে জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে আমাদের সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য অনেক সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়ন করেছে। অনেক প্রস্তাব ও প্রকল্প আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ নয়শত টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে দশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে দুই লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা জানুয়ারি ২০১৬ সাল থেকে যথাক্রমে বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের জন্য বিশ হাজার টাকা এবং বীর প্রতীকদের জন্য পনের হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সর্বনিম্ন আঠার হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ভাতা, চিকিৎসা এবং রেশন সামগ্রী বাবদ দুই হাজার চার শত সাতাশি কোটি পনের লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রবাহ মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জাগ্রত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তান ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখাপড়ায় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা

কল্যাণ ট্রাস্ট 'বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি' চালু করেছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের উপর দেশের অভ্যন্তরে 'পিএইচডি' করার জন্য পূর্ণ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দেশের কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ' প্রকল্পে ২২৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটিতে ২,৯৭১টি বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২,৪৯৩টি ইউনিট নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১,৭২২টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৬৯৪টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

'জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় ভবন নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৪৩টি জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং হস্তান্তর হয়েছে।

জুলাই ২০১৩ হতে মোট ১০৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২২টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ১৬১টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৬৯টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ভবন সমূহের নির্মাণ শুরু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রিয় সুধী,

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সরকার মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করেছে। সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত-আধাস্বায়ত্বশাসিত সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরীতে মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে মুক্তিযোদ্ধা পদগুলো খালি রাখার নির্দেশনা রয়েছে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং তাদের সন্তানদের নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।

প্রিয় সুধী,

আজকের এই মহান দিবসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উদ্যোগে খেতাবপ্রাপ্ত জীবিত সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই পরিচয়পত্রের মাধ্যমে আপনারা যা যা সুবিধা ভোগ করতে পারবেনঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েসহ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন এর ফেরী এবং বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ।

বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক রুটে বিনা ভাড়ায় বছরে একবার এবং পবিত্র হজ্ব/ওমরাহ পালনের জন্য জীবদ্দশায় একবার ভ্রমণ।

বিমান বন্দরসমূহে ভি.আই.পি লাউঞ্জসহ ফেরী পারাপারে ভি.আই.পি রুম ও কেবিন ব্যবহার ইত্যাদি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভূতপূর্ব অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। এ জন্য মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের জন্য ডাটাবেইজ কর্মসূচি গ্রহণ করব। এ ডাটাবেইজ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে একটি নির্ভুল মুক্তিযোদ্ধা তালিকা তৈরি করে জাতিকে উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।

উপস্থিত সুধী,

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বর্হিবিশ্বের যে সকল বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর্যায়ক্রমে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা', 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ গত ১৬ সেপ্টেমবর ২০১৬ তারিখে কানাডার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডোকে উক্ত সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁর পক্ষে কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সন্তান জাষ্টিন ট্রুডো এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

সময়ের আবর্তে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা আজ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপনকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী যে উদ্যোগ প্রতিবছর নিচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দুঃস্থ ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও আবাসস্থলের সংস্কারসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও করে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইনশৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন, ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের অধীনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য শান্তিকালীন সময়ে কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে শান্তিকালীন পদক প্রচলন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আজ ২০১৫ সালের শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে ০৫ জন সদস্যকে পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এবছর পদকপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সদস্যদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই অসাধারণ কর্মতৎপরতার ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেও দেশ মাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতির যে কোন প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য নিবেদিত থাকবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। শুধু দেশেই নয়, বর্হিবিশ্বেও আপনারা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ফার্স্ট ট্র্যাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর ৩২ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

আজকের অগ্রহায়ণের এই সুন্দর সকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। সরকার প্রধান হিসেবে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণার্থে যা কিছু প্রয়োজন তা করার জন্য আমি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আজ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মাননা প্রদানের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ সমগ্র দেশবাসীর সুখ, শান্তি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...